জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশের প্রত্যাশা" বিষয়ক সংবাদ সম্মেলন
ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটি, ১৭ এপ্রিল ২০১৩, সকাল ১১টা

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

আগামী ২৯ এপ্রিল জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে সর্বজনীয় পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতির (ইউনির্ভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ) আওতায় দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচিত হতে যাচ্ছে। উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের উপর ২৭ টি বিকল্প প্রতিবেদন জমা পড়েছে, যার উপর ভিত্তি করে মানবাধিকার কাউন্সিল ইতিমধ্যে বিকল্প প্রতিবেদনের একটি একক সংকলন তৈরি করেছে।

উল্লেখ্যযে, সর্বজনীয় পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি যা সংক্ষেপে ইউপিআর নামে পরিচিত জাতিসংঘ মানবাধিকার ব্যবস্থায় অর্ন্তভূক্ত হওয়া অধিকতর নতুন একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো এবং মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ।

এই পুনর্বীক্ষণের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি প্রতিবেদনকে বিবেচনায় নেয়া হয়-

- সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন,
- জাতিসংঘ ও এর সহযোগী সংস্থা প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন এবং
- বেসরকারি সংস্থা এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন। এখানে উল্লেখ করতে চাই, প্রথমবারের মতো এবারের পূর্ণবীক্ষণে প্রতিবেদন পেশ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই প্রক্রিয়াতে অংশ নিতে যাচ্ছে।

মূলত শেষোক্ত প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে ২০০৯ সালে প্রথম পর্বের ইউপিআর এ অংশ নিতে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ গঠিত হয়। কেবল প্রতিবেদন প্রদান নয়, ফোরামের প্রতিনিধিরা মূল অধিবেশনে অংশগ্রহন করে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য রাষ্ট্রের যে সুপারিশগুলো সরকার গ্রহণ করেছে জাতীয় পর্যায়ে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ চালিয়ে যায়। সে সুপারিশগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে মধ্যবর্তীকালীন প্রতিবেদন তৈরি করে। দ্বিতীয় পর্বের ইউপিআর এ অংশ নিতে ইতিমধ্যে ফোরাম ২০০৯ থেকে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে প্রতিবেদন পেশ করেছে। আমরা গত বছরের নভেম্বরে উক্ত প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আপনাদের অবগতির জন্য প্রতিবেদনটির সারাংশ আজও আপনাদের মাঝে বিতরণ করা হলো।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

ফোরামের মূল লক্ষ্য হলো এই পদ্ধতিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে দেশের মানবাধিকার সম্পর্কিত ইস্যুগুলো তুলে ধরা এবং সেসব ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান জানা, মানবাধিকার রক্ষায় সরকারের কাছ কার্যকরী অঙ্গিকার আদায় করা এবং তা বাস্তবায়নে সরকারের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ চালিয়ে যাওয়া। আর এভাবে সরকারের সাথে সম্পৃক্ততা ও যোগাযোগের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো ।

এবারকার মূল অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হবে ২৯ এপ্রিল। তবে মূল অধিবেশনের পূর্বেই যারা এই প্রক্রিয়ার আওতায় প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন তারা জেনেভাতে উপস্থিত হবেন, বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তারা জেনেভায় অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে দ্বিপাক্ষিক সভা করে তাদের ইস্যুগুলো তুলে ধরবেন এবং তারা কি ধরণের পরামর্শ রাষ্ট্রকে করতে পারেন সে সম্পর্কে অবহিত করবেন। মূলত যারা যত বেশি সময়োপযোগী ও কার্যকর সুপারিশ তুলে ধরতে পারেন, তাদের বক্তব্য ততটা এই প্রতিনিধিগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পাবে। তারা তখন বাংলাদেশ সরকারের জন্য মূল অধিবেশনে সে পরামর্শগুলো উত্থাপন করবেন। সরকারের কাছে সে পরামর্শ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলে তারা তা গ্রহণ করবেন অন্যথা তাদের কারণ দেখিয়ে প্রত্যাখান করবেন। এবারকার অধিবেশনের উল্লেযোগ্য দিক হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে গত অধিবেশনে যেসব পরামর্শ দেয়া হয়েছিল এবং সরকার

যেগুলো গ্রহণ করেছিল সেগুলোর অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে তা উঠে আসবে। এই অধিবেশনের সার্বিক আলোচনার ভিত্তিতে আগামী ২ মে ২০১৩ একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন গৃহীত হবে মানবাধিকার কাউন্সিলে।

ইতিমধ্যে ফোরাম ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসের কূটনীতিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে ফোরামের প্রতিবেদনটি নিয়ে মতবিনিময় করেছে। সেই আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এবারকার ইউপিআর সেশনে পূর্ববর্তী অধিবেশনে আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও এবার যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পেতে পারে সেগুলো হলো- রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যু, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া, শ্রমিক অধিকার, নারী অধিকার, বিচার বর্হিভূত হত্যাকান্ড প্রভৃতি।

সাংবাদিকবৃন্দ,
এবারকার এই অধিবেশনে অংশ নেয়ার জন্য হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল জেনেভা যাচ্ছে আগামী ২০ এপ্রিল। তারা সেখানে ২ মে পর্যন্ত অবস্থান করবেন। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন ফোরামের আহ্বায়ক সুলতানা কামাল, সদস্য সারা হোসেন, ইফতেখারুজ্জামান, জাকির হোসেন, শাহীন আনাম, সঞ্জীব দ্রং, খুশী কবির, সালেহ আহমেদ প্রমুখ।

আমরা আশা করছি, এবারকার অধিবেশনে বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সরকারের কাছে অন্যান্য দেশ থেকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরামর্শ আসবে এবং আমাদের সরকারও সে পরামর্শগুলো সঠিকভাবে বিবেচনা করবেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় এবারকার অধিবেশনটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৯ সালে যখন প্রথম এই অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় তখন মহাজোট সরকার কেবল ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বর্তমানে সরকার তার মেয়াদের শেষ পর্যায়ে আছে। এবারকার অধিবেশনে তাই সরকারের গত চার বছরের শাসনামলের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনার পাশাপাশি গতবারের অধিবেশনে সরকার যে অঙ্গিকারসমূহ করেছিলো তার বাস্তবায়ন কতদূর তা নিয়ে আলোচনা হবে।
আমরা অধিবেশন শেষে দেশে ফিরে আপনাদের সামনে অধিবেশনের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো।

ধন্যবাদ সবাইকে।